সুন্দরবনে বাঘ দেখা

ভগীরথ মিশ্র

পাখিরালা। তার পোশাকি নাম পাখিরালয়। অর্থাৎকিনা, পাখির আলয়।
লঞ্চঘাটাতে কাঠের জেটি। জেটির দু-ধারে উঁচুরেলিং। জোটি পেরিয়ে উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপারে কাঁচা রাস্তা।
ভার্মা সাহেবের পুরো দলটা বাঁধের ওপরদাঁড়িয়ে নদীটাকে দেখছিলেন। জেটির গায়ে ওঁদের সরকারি লঞ্চখানা দুলছিল।
বিকেল গাড়িয়ে আসছে। চোখ ফেরালে দুরে দেখাযায় কালচেপানা সজনেখালি। ততক্ষণে আঁধার মাখতে শু করেছে সে।
এই শীতের মরসুমে এই অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের ভিড় মন্দ হয় না। নদীর জলে ভার্মাসাহেবদের লঞ্চটার কাছাকাছি আরও কয়েকখানা লঞ্চ।

বাঁধের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা, তারদু-পাশে গজিয়ে উঠেছে কিছু পান - সিগারেট, চা- তেলেভাজার দোকান।নেহাতই মরসুমি দোকান ওগুলো। লঞ্চ থেকে নেমে ট্যুরিস্টদের দল এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকল করছেবাচচারা, প াশের পান-সিগারেট, লজেন্স - বিস্কুটের দোকান থেকে ললিপপকিনছে। বয়স্করা চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা-মামলেট খাচ্ছে।ভার্মা সাহেব জানেন, এরা আরঅধিকক্ষণ থাকবে না। এদের একটা অংশ গিয়ে ডেরা পাতবে সজনেখালিরট্যুরিস্টলজে। বাকিরা যে-যার লঞ্চের মধ্যেই রাত কাটাবে কেবিনে। এসবলঞ্চে তেমন ব্যবস্থা থাকে।
ভার্মা সাহেব সঙ্গের মানুষগুলির দিকে তাকান।আপাত পরিতৃপ্ত মুখগুলির আড়ালে বুঝি সামান্য আশাভঙ্গের বিষাদ। অথচসকালে যখন শু হয়েছিল যাত্রা, প্রত্যেকের মুখ চক্‌চক্‌ করছিল খুশিতে।দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছিল লঞ্চ। স ারেঙয়ের কেবিনের সামনে কাঠেরপ্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের ওপর জাজিম পাতা ছিল। তাকিয়াও দু-তিনটে । তাতে এলিয়ে বসেছিলেন মিসেসভার্মা, মিসেস চুতর্বেদী, মিসেস পালও। দু-পাশের সারবন্দী গার্ডেন - চেয়ারেবসেছিলেন ভার্মা স াহেব, মিঃ অরবিন্দ চতুর্বেদী, দু-সাহেবের তিনটে ছেলেমেয়েগায়ত্রী, রিংকি আর ডন। পাল সাহেবের জন্যও নির্দিষ্ট ছিল চেয়ার, কিন্তুতিনি বসবার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। অতিথিদের জন্য চা-কফি, প্রাতরাশেরবন্দোবস্ত করতে হিমসিম খা চ্ছিলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে ঘনঘন ওঠা -নামাকরতে গিয়ে ঐ শীতের সকালে তাঁর কপালে, নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘ াম.....। ভার্মা সাহেব সর্বসমক্ষে বারদু-তিন মিঃ পালের উদ্দেশে আজকের ট্রিপে আমাদের গার্জিয়ান এন্ড গাইড বলেসবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ট্রিপের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ঝক্কিতিনি অনুগ্রহ করে মিঃ পালের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর, মিঃ পাল, রাজ্যসিভিল সার্ভিসের একজন বিশ বছরের সিনিয়রিটি সম্পান্ন অফিসার, সারাক্ষণচে াখেমুখে এক ধরনের চৌকস ভাব ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেচলেছেন। মিঃ ভার্মা যখন অতিথিদের সঙ্গে তাঁর ঘটা করে পরিচয় দিচ্ছিলেন,সেই মূহূর্তেই তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁকে সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি একেবারনিছিদ্র করে তুলতে হবে। কেন কি, মিঃ পাল থাকলে আর আমাদের কোনোইভাবনা নেই, উনি একাই একশ.....পিয়ন -চাপরাশিদের সামনে উচচা রিতভার্মা সাহেবের স্তুতিবাক্যগুলি সারাক্ষণ চরকার মতো ভোঁ - ভোঁ আওয়াজতুলেছে মিঃ পালের মগজে. আর, তার ফলে, মিউজিক-সিস্টেমে মৃদু সেতারবাজতে শু করে রবিশঙ্করেব, উচচাঙ্গের প্রাতরাশ, ফিনফিনেপোসিলিনের

প্লেটে,.....তৎসহ চা-কফি, কাজু,....., এবং বেলাসামান্য চড়তেই মহিলা ও বাচচাদের জন্যপেপসি, এবং সাহেবদের জন্য দামি হুইস্কি। দেখতে দেখতে পুলকিত উচ্ছ্বসিতচতুর্বেদীর চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠেছে বারবার। আজ ধামাকাটা জমেযাবে!

ভার্মা সাহেব জিভ কেটে বলেন, ছিঃ, ধামাকা বলে না।এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্যুর। সুনডোরবোনের বাঁচা -মরা নির্ভর করছেএর ওপর।
প্রপটা বাঁচা -মরার বলেই সম্ভবত মিঃচুতুর্বেদী সামান্য মনোযোগী হন, ব্যাপারটা একটুখানি বুঝিয়ে বল ইয়ার।

তখন কাজু সহযোগে হুইস্কি পান পলছিল। জাজিম -পাতাপ্ল্যাটফর্মের ওপর সুদৃশ্য ট্রে-তে হুইস্কির জোড়া - বোতল এবং মিনেরেলওয়াটার, হাতে হাতে ফিনফিনে কাচের গ্লাসগুলি.....রোদ্দুর পড়েঝিলিক মারছিল ওদের শরীরে। আর, মিঃ প ালের ব্যস্ততা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। লঞ্চের নিচের তলা থেকেপারসে মাছ ভাজবার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল নোনা হ াওয়ায়।
ভার্মা সাহেব মাঝেমাঝেই বলে উঠছিলেন, অ্যাতোছোটাছুটি করেছেন কেন, পাল ? চেয়ারখালি রয়েছে, বসুন। এনজয় কন।
খুব গদগদ হাসিতে মুখ ভরিয়ে পাল বলে ওঠেন, এনজয়তো করছি স্যার।
মিঃ চুতর্বেদী খুব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানমিঃ ভার্মার দিকে, সকলের এনজয় করবার ধরন তো একরকম নয় ইয়ার।
----না, না, সবাই তো আমরা এনজয় করতেইএসেছি.....। বলেই পরমূহূর্তে তা ভুলে গিয়ে মিঃ পালকে একটা ফরম াশকরে বসেন মিঃ ভার্মা।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ভার্মা সাহেব আজকেরট্যুরটার গুত্ব বোঝাতে থাকেন চতুর্বেদীকে। বলেন, এনটায়্যারসুনডে াববোনের টোট্যাল রিসোর্সেস, তার ল্যান্ড্র ওয়াটার ফ্লোরা, ফোনা,তার একজিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ...টেকেন টুগেদার.....একটাইনটিগ্রেট্রেড প্রোজেক্ট ফর টোট্যাল ডেভলপমেন্ট .....ভার্মাসাহেব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন,একট া মিটিং ডেকেছি সজনেখালির ট্যুরিস্ট লজে। যেসব গম্‌মেন্টডিপার্টমেন্টগুলি এই এলাকায় কাজটাজ। আফটার ওল, একা-একা মানুষেরভালো করা যায় না। অ্যা সিঙ্গল স্প্যারো কান্ট ব্রিং দ্য স্প্রিং।
মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদীর মন ছিল না ওসবে।কতক্ষণ আর ওইসব ভারী ভারী আলোচনা চালাবে বাপু!
মিসেস চতুর্বেদী বলে ওঠেন, মানুষের ভালোকরবার কথা বলছ, সুনডোরবোনে আবার মানুষও থাকে নাকি ?
মিসেস পাল, বসেই রয়েছেন বটে, কিন্তু দুই মহিলাকেবল নিজেদের মধ্যেই গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন সারাক্ষণ। মিসেস প ালের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলছেন। মিসেস পালচুপটি করে বসে বোবার মতো শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা। মিসেস চতুর্বেদীরপ্রটা শুনে কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে যান বুঝি। বলেন, সে কী! সুন্দরবনে মানুষ থাকে নাকি ?
মিসেস চতুর্বেদী আকাশ থেকে পড়েন, আমরা তোচিরকাল শুনে আসছি, সুনডোরবোনে বাঘ থাকে। রয়্যাল বেঙ্গল ট াইগার।
শোনামাত্রই বাচচাগুলোর গা ছমছম উচ্ছ্বাস, বাঘদেখতে পাব তো আঙ্কল ?
ভার্মা সাহেব মৃদু হেসে এড়িয়ে যেতে চানপ্রসঙ্গটা । তাই দেখে মহিলাকুল নাছোড়বান্দা। মিসেস ভার্মা ভ্রূসঙ্গমে অপর পঢেউ তুলে বলেন, তুমি কিন্তু এদের কমিট করেছ। য়্যুপ্রমিস্‌ড..... !

অরবিন্দ চতুর্বেদী হলেন ভার্মা সাহেবের ছেলেবেলারবন্ধু। একসঙ্গে পড়াশোনা। একটা বিশাল প্রাইভেট কোম্পানির ভা রিঅফিসার চতুর্বেদী। বছর দুয়েক আগে কোলকাতায় বদলি হয়ে আসায়দু-বন্ধুতে একেবারে নরক গুলজার। চতুর্বেদীর স্ত্রী গায়ত্রীও কবে কবে খুববন্ধু হয়ে গেছে মিসেস ভার্মার। সেই কারণেই জেলা সদরে বদলি হয়ে আসার পরথেকেই

চতুর্বেদীকে তাড়া দিচ্ছিলেন ভার্মা সাহেব, চলে আয়, তোদেরসুনডোরবোন দেখাব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অ্যাতো দিনে সময় হল ওদের।

স্ত্রীর, মিষ্টি অনুযোগে খুব বিপাকে পড়ে যানভার্মা সাহেব। হ্যাঁ, কমিট তো করেইছি। আসলে, বাঘ দেখা, ইনফ্যাক্ট, অম্যাটার অব্ চান্স। আমি তো কম বার এলাম না...., বাট....।
----দেখেননি ? বাঘ ? মিসেস চতুর্বেদীর দু-চোখে ভরাট কৌতূহল,-----একবারও না ?
ভার্মা সাহেবের চোখেমুখে চাপা অস্বস্তিস্মৃতিতে প্রাণপণ হাতড়াতে থাকেন,
-----একবার.....মনে হচ্ছে.....দেখেছিলাম...এক লহমারজন্য.....। চোখের ভুলও হতে পারে। আসলে, হোগলা -হেতালেরঝোপগুলোতে এমন গা মিশিয়ে থাকে ওরা, ... ভুল হয়ে যায় দেখায়।
-----দেখিস নি ভাবছিস কেন ? আলবৎদেখেছিস। অত পেসিমিস্টিক কেন তুই ? সহসাচতুর্বেদী উত্তেজিত, ----না দেখলেওভাব্, দেখছিস ।তুই কি জানিস, চোখের এই দেখা না দেখার মধ্যে কত রহস্যলুকিয়ে থাকে ? আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে তো বলেইছে ব্রহ্মসত্য, জগৎ নিথ্যা। এই চারপাশের যা - কিছু দেখছি আমরা, এই গাছ -গাছাল,হোগলা-হেতালের বন, এই নদী, আকাশ, তুই, আমি, সবই নাকি অলীক মায়া।কিছুই নাকি বাস্তবে নেই।
-----তোর ঐ অলীক মায়ার তালিকায় কি গায়ত্রীওরয়েছে ? নাকি স্রেফ তোতে -আমাতেই তালিকা শেষ ?
----না, না, ঠাট্টা নয়। চতুর্বেদী তিলমাত্র ঢিলেদিতে চান না। একেবারেই টানটান হয়ে থাকেন তিনি। ----ব্যাপারটা ভাবতেগেলে....., সারা ব্বিব্রহ্মান্ডজুড়ে এই যে.....।
----অ্যাই, অ্যাই অর্বিন্দ, তোর হলোটা কি ? হঠাৎএমন দার্শনিক হয়ে উঠলি কেন ?
----মাঝে মাঝে ওকে ফিলোসফিতে পায়। পাশ থেকেফুট কাটেন গায়ত্রী।
----ফিলোসফিতে পায় ? চতুর্বেদীকেসহসা তর্কে পেয়ে বসে, ----ফিলোসফিটা খারাপ জিনিস ?
-----খারাপ কে বললে ? সোপেনআওয়ারেরসেই বিখ্যাত উক্তিটা ইয়াদ কর্, দর্শনচর্চা হল, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত্রিতে একজন অন্ধলোকের এমন একটি কৃষ্ণকায়বেড়াল খোঁজা, যে বেড়ালের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই।
----তাহলে তুই কি বলতে চাস যে, জীবনে দর্শনেরকোনোই মূল্য নেই ?
----থাকলেও, এখানে, এই ঘোর সুনডোরবোনে, সবদর্শনই মূল্যহীন।
----ঠিক। এখানে ব্যাঘ্র - দর্শনই একমাত্র দর্শন। পাশথেকে পুনরায় ফুট কাটেন গায়ত্রী।
----রাইট, ভেরি রাইট। মিসেস ভার্মা সারাশরীর দুলিয়ে সায় দেন, ----তোমার মিটিং ক-টায় ?
---ডেকেছি তো একটায়। ভার্মা সাহেব হাতঘড়িরদিকে এক ঝলক তাকিয়ে সময় দেখে নেন,
----বোধকরি পৌঁছতে পারব না।
---ওখানেই তো লাঞ্চ ?
---হ্যাঁ, লাঞ্চ সেরেই মিটিংয়ে বসব। দুটো -আড়াইটে বাজবে।
লঞ্চ চলছিল ঢিমেতালে। হাওয়া বইছিল ফুরফুরিয়ে।চোখের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে সরে সরে যাচ্ছিল প্রকৃতি। বাইনোকলারঘনঘন হাত বদল হচ্ছিল। ক্যামেরায় সাটার টেপা টলছিল ঘনঘন। হুইস্কির বোতলটাখুলতে খুলতে চতুর্বেদী বলেছিলেন, রাতে কি লঞ্চেই থাকছি ?
---সেটা কিঞ্চিৎ রিস্কি আমার মতো। ভার্মা সাহেব বলেন, ---পাখিরালয় জেলা পরিষদেরবাংলো বুক করা রয়েছে। এবার তোমারই ডিসাইড কর, লঞ্চে নাকিবাংলোয়।
----বাঘ নাকি সাঁতরে সাঁতরে চলে আসে লঞ্চে ?
----নিঃশব্দে তার নির্বাচন করা শিকারটিকে নাকিতুলে নিয়ে যায় ? অন্যেরা নাকি জানতেই পারে না ?
----না বাববা....। খুব ভয় মেশানো আদুরে গলা মিসেসচতুর্বেদীর, --অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। বাংলোই ভালো।
----অবশ্য লঞ্চে থাকলে রাতের বেলায় চাঁদেরআলোয় বাঘ দেখবার সুযোগ থাকত। চতুর্বেদী বলেন।
---চাঁদের আলো কই ? ভার্মাসাহেবের চোখেমুখে টিটকিরি, ----কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পূর্ণিমারঢের দেরি।

----ক-দিন অপেক্ষা করে পূর্ণিমার দিনে এলেইহত। নিসেস চতুর্বেদীর গলায় আক্ষেপ ।
---ওরেববস ! চোখকপালে উঠে যায় ভার্মা সাহেবের, ----ঐ সময়ে লঞ্চ ফ্রি পাওয়া অসম্ভব।
---কেন ?
---ঐ দিনগুলোতে ভি-ভি-আই -পিদের ট্যুরথাকে সুনডোরবোনে। তাদেরও তো এলাকার কিছু কিছু উন্নতি করতে সাধ যায়, না কি ? ভার্মাসাহেব হো-হো করে হসে ওঠেন ।

মিটিংটা যতখানি সময় নেবে বলে ভাবা গিয়েছিল,ততটা সময় নিল না। একে তো সজনেখালি পৌঁছতে দুটো বেজেগিয়েছিল.....সুধন্যখালির ওয়াচ-টাওয়ারে মহিলাকুল আর বাচচারা অনেকখানিসময় নিয়ে নিল, বাঘ না দেখে ন ামতেই চায় না কিছুতেই। বাঘ অবশ্য দেখা দেয়নি শেষ অবধি। দুঃখী মুখ করে বনবিভাগের যেসব রক্ষীরা প্রায় লুকিয়ে বসেছিল ওয়াচ-টাওয়ারেরঘেরাটোপে, তাদের থেকেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান মিসেস ভার্মাআর মিসেস চতুর্বেদী।
----তোমরা কি এখানেই থাকো ?
----দিনের বেলায় এখানে, রাতের বেলায় লঞ্চে।
---রাতে বাড়ি ফেরো না ?
লোকগুলোর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তাওবিড়বিড় করে জানায়, তাদের বাড়ি অনেক দূরে । মুর্শিদাবাদে,ক ারো বা বীরভূমে কিংবা মেদিনীপুরে।
----বাড়ি যাও না ?
----মাসে একবার যাই, মাইনে পেলে।
----এদের কী মজা ! বাচচাগুলোকলকলিয়ে ওঠে, ----রোজ রোজ বাঘ দেখতে পায়। মিসেস চতুর্বেদী শুধোন, তা-ই ! রোজই বাঘ দ্যাখ তোমরা ?
লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মিসেসচতুর্বেদীর দিকে। গলায় খুব উষ্মা ফুটিয়ে বলে, আমরা বাঘ দেখতেচ াই নে।
----ও মা, কে-ন ? বিস্ময়েদু-চোখ কপালে তোলেন মিসেস ভার্মা।
ওরা জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। চোখে-মুখে বিদ্বেষ জমে।
ভার্মা সাহেব ইংরাজিতে প্রাঞ্জল করেনব্যাপারটা। আসলে, নিজের চাকরিটাকে খুব কম লোকই ভালোবাসতে প ারে।এদের চাকরিই হল, বাঘ দেখা।
এক সময় ওদের একজন সামান্য অস্থির হয়ে ওঠে।বলে, বেশ আমরা বসেছিলাম চুপচাপ, আপনারা এসে সোরগোল তুললেন,.....বাঘেরা জেনে গেল, এই টাওয়ারের ওপর মানুষ রয়েছে। আপনারা তো একটুন বাদে চলে যাবেন, অ ামাদেরবিপদ গেল বেড়ে।
বলতে বলতে লোকটা খুব দুঃখী - দুঃখী হাসল।
সজনেখালিতে পৌঁছতে পৌঁছতে লাঞ্চ প্রায়ঠান্ডা হওয়ার উপক্রম। কাজেই, লাঞ্চটা সেরে নিয়ে মিটিং শু করতেপ্রায় তিনটে বেজে গেল। ট্যুরিস্ট -লজের কোনো ঘরে একটুখানিগড়িয়ে নিতে চাইছিলেন মহিলারা, কিন্তু সে সময় আর পেলেন না, শীতের বেলা।সাড়ে-তিনটের মধ্যে বেরোতে না পারলে পাখিরালা পৌঁছতে অন্ধকার হয়েযাবে।

২.

জেলা পরিষদের বাংলোতে, গ্রিলঘেরাপ্রশস্ত বারান্দায় বেশ জুত করে বসেছেন সবাই। যে লোকটা ট্রে-তেকরে জল নিয়ে এল, ভার্মা সাহেব দেখে বোঝেন, কেয়ার -টেকার নয় সে।কেয়ার-টেকারকে চেনেন তিনি। ইতিমধ্যে দুচার বার এসে থেকেছেন এইবাংলোতে । জেরা করে বুঝতে পারেন, কেয়ার-টেকারের মাসতুতো ভাই।বাজিতপুরের দিকে বা ড়ি। শীতের মরসুমে সাহেব -সুবোদের ভিড় বাড়েবাংলোতে। রান্নাবান্না, চা-জলখাবার, বিছানাপাতা, ফাই- ফরম ায়েশ,----কেয়ার ---টেকার একা সামাল দিতে পারে না। মাসতুতো ভাইটিকেসেই কারণেই ডেকে নিয়েছে মাস -

দুয়েকের তরে।
গ্লাসভর্তি ট্রে- খানা সেন্টার - টেবিলে সসম্ভ্রমেনাবিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে চলে যায় লোকটি। একটুবাদে ট্রে-তে করে চ ায়েরকাপ আর কাজুর প্লেট নিয়ে পুনরায় হাজির হয়।
লোকটাকে খুব নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন ভার্মা সাহেব। খুব যান্ত্রিক হাতেপ্রত্যেকের সামনে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিচ্ছিল সে। মুখের অসংখ্য জটিলরেখায় ভাঙচুর হচ্ছিল ঘনঘন। এই ধরনের মানুষেরা খুবই মিস্টিরিয়াস হয়। আপাত ভ াবলেশহীন মুখ দেখেভেতরের জোয়ার ভাঁটা আন্দাজ করা যায় না তিলমাত্র।
এক টুকরো কাজু প্লেট থেকে তুলে নিয়ে অলস দাঁতে কাটতে কাটতে ভার্মা সাহেবশুধোন, নাম কি ?
লোকটা জবাব দেয় না। কী যেন ভাবতে থাকে।এদিক-ওদিক তাকায়। এক সময় খুব অস্পষ্ট গলায় উচচারণ করে, রতিকান্ত।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহেব-মেমসাহেবরা সমবেতভাবেঅট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। ভার্মা সহেব হাসেননি। অধস্তনদের সামনে এমন কথায়কথায় হেসে ওঠা তাঁকে মানায় না। বরং আচমকা এমন সমবেত খ্যা-খ্যা হাসিতেতাঁর সযত্নলালিত ব্যক্তিত্বের বলয়টিতে সামান্য টোল পড়ে বুঝি। এক ধরনেরঅস্বস্তি ফুটে ওঠে সারা মুখে।
নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরেরা অমন অট্টহাসিতে ফেটেপড়লেন কেন, রতিকান্তর মগজে তা ঢোকে না বুঝি। ফ্যালফ্য াল করেতাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে ভয় পেয়ে যায়।
----কত মাইনে পাও ? চতুর্বেদীখুব তাচ্ছিল্য সহকারে শুধোন।
সহসা খুব উদাস হয়ে যায় রতিকান্ত । খুবধীরলয়ে মাথা দোলাতে থাকে দুদিকে, মাইনা - টাইনা পাই না।
চতুর্বেদী প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন।সরকারি প্রশাসনের অন্ধিসন্ধি তাঁর একবোরেই অজানা। একটা লোক বিনেম াইনেতে কেন কাজ করে, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। বলেন মাইনে ছাড়াইকাজ কর তুমি ?
ভার্মা সাহেবকে বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হয় ।ইংরেজি ও হিন্দি সহযোগে তিনি চতুর্বেদীকে বুঝিয়ে দেন, কেমন করে ম াইনেছাড়াও সরকারি প্রশাসনে কত কিসিমের ইনসেনটিভ চালু রয়েছে এদের জন্য। কেমন করে মাইনে না নিয়েও প্র ায় সমপরিমাণ অর্থ একজন মানুষকে পাইয়ে দেওয়া সম্ভব।কিন্তু চতুর্বেদীর মাথায় সহজে ঢুকতে চায় না সে অঙ্ক। ভার্মা সাহেবনাচার হয়ে বলেন, ধর, এই যে আমরাচা খাব এখানে, এই লোকটাই বানাল, পরিবেশন করল। দশ কাপ চা, ব াজার দরেদাম নেবে. লাভ রইল অর্ধেক। দব, রাত্তিরে এই বাংলোয় যারা থাকে, খায়,তাদের রান্নাবান্না করে দিল। মিলপিছু দর ধরলে বেশ কিছুটা নাফা থাকে।নিজের খাওয়াটাও ওই সঙ্গে হয়ে যায়। তারপর ধর, বাংলোর পর্দা, চ াদর,তোয়ালে, লেপ-বালিশের ওয়াড়, ইত্যাদি কেচে, ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিল এরাই,লন্ড্রির দরে বিল করল । বাংলোর ভেতরে ঝোপ -আগাছা সাফ করল,লনের ঘাস ছাঁটল, লেবার চার্জ বাজার দরে ওরাই পেল। এছাড়া, বখশিস বাবদ সদাসর্বদা টাকাটা সিকিটা তো রয়েছেই।

আলোটনাটাপ্রায় গবেষণার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে দেখে বাদ সাধেন নিসেস ভার্মা।-----
হয়েছে, হয়েছে, অফিসের কিস্যা থামাও। সারক্ষণশুধু অফিসের কথা ! এমন কাজপাগল মানুষ জন্মেও দেখিনি বাবা ! বলতেবলতে আাদের - আাদে মাখো - মাখো হয়ে আসে মিসেস ভার্মার মুখ। বলেন, তারচেয়ে ওকে শুধোও ন া, এই এলাকায় বাঘ রয়েছে কিনা। এরা তো বারোমাসতিরিশ দিন থাকে, বলতে পারবে ঠিকঠিক।
ভার্মা সাহবে এক ঝলক দেখেন রতিকান্তকে।শুধোন, বাড়িতে কে কে আছে ?
আবার ভাবতে বসে রতিকান্ত। চোখেমুখে এমনঅভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, যেন এই প্রশ্নটার জবাবের জন্য তাকেস্মৃতিরভান্ড ারটিকে হাতড়াতে হচ্ছে। একটুবাদে ফিসফিসিয়ে বলে,বউ.....বাচ্ছা.....।
----জমি -জিরেত রয়েছে ?
রতিকান্ত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সাহায্যের আশায়চারপাশে আলুথালু তাকায়। শেষে সারা মুখে প্রায় নাক ঝাড়ব ার মুদ্রাফুটিয়ে বলে, নাহ্।
---চলে কেমন করে ?

রতিকান্ত কেমন যেন ডুবে যেতে থাকে নিজেরমধ্যে। ডুবেই থাকে অনেকক্ষণ।একসময় ভুস করে ভেসে ওঠে বলে, চলে না।

বাংলোর আসল কেয়ার-টেকার হরিপদ। জলখাবারসাজিয়ে নিয়েহাজির হয় এতক্ষণে। সমবেত জেরার হাত থেকে ওই বাঁচায় রতিকান্তকে। বলে, যাহ্, যাহ্মুরগিটা কেটে ফ্যাল্ দিনি।

রতিকান্ত ধীরপায়ে চলে যায়।

---আজ কী রাঁধবে, হরিপদ ?

নিজের নামটা সাহেবের অমন ঠিকঠাক মনে আছে,এতই বুঝি কৃতার্থ হয়ে যায় হরিপদ।গদগদ গলায় বলে, মুগের ডাল, পোটাটো চিপ, মটর - পনির , চিকেন,চিংড়ির মালাইকারি, আর স্যালাড, হুজুর। ভাত চাপাটি দুইই থাকবেনি।

হরিপদকে ভারী সাদামাটা লাগে সকলের। কোনোমারপ্যাঁচ নেই কথাবার্তায়, অভিব্যক্তিতে। কোনো মোচড় নেই গলার স্বরে।অমন মানুষের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে চায়না কেউই। কাজেই, হরিপদকে ছেড়ে ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়সবাই।

শীতটা যতখানি পড়বে ভাবা গিয়েছিল, ততটাপড়েনি । খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের গ্রিলঘেরা বারান্দায় প্রাক্-শয্যা গুলতানি। টুথপিক দিয়ে দাঁতের মধ্যেকার মাংসের কুচিগুলিকে নিপুণহাতে বের করে আনছিলেন ভার্মা সাহেব। এমনি সময়ে রতিকান্ত আসে।

মিসেস চতুর্বেদীর ফরমায়েশ মতো জলের জাগ আরগ্লাস এনে সামনের সেন্টার -টেবিলে নাবিয়ে দেয়। চলে যেতে চাইছিল,চতুর্বেদীই থামান ওকে। ----রতিকান্ত, শোন।

রতিকান্ত থমকে দাঁড়ায়। তখন লোডশডিংচলছে। হ্যারিকেনের তেরচা আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ডানদিকে।বঁ-দিকটায় নিকষ অন্ধকার। সব মিলিয়ে রতিকান্তর মুখখানাকে বড়ইরহস্যময় লাগে।

ভার্মা সাহেব আর চতুর্বেদী, সারা সন্ধে বেশিমাত্রায়পান করেছেন দু-জনেই। ওদের সসম্ভ্রমে সঙ্গ দিয়েছেন পাল সাহেব। বাংলায় দ-খানা মাত্তর ঘর। কাজেই, পাল সাহেবের থাকবারব্যবস্থা লঞ্চে। রাতের খাওয়া সেরে পাল সাহেব সস্ত্রীকে চলে গিয়েছেন লঞ্চে।হরিপদ ওঁদের পৌঁছাতে গিয়েছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বাড়ছে। কনকনেহাওয়া বইছে। উত্তুরে হাওয়া। গ্রিলঘেরা বারান্দায় বসে ঢুলুঢুলু চোখেবাইরেটা দেখতে থাকেন চতুর্বেদী। বলেন, কী নির্জন লাগছে, তাই না ?

ভার্মা সাহেব ঢুলুঢুলু হাসেন।

----এদিকে গ্রাম -ট্রাম নেই ? লোকালয় ?

----নাহ্। এই ঘোর জঙ্গলে আর গ্রাম কোথায় ? ভার্মাসাহেব অনুমোদনের আশায় তাকান রতিকান্তর দিকে, ----কী হে, গ্রাম -ট্রাম আছে নাকি এদিকে ?

----আছে ? কটা ?

----চারপাশেই রয়েছে হুজুর।

----তাতে মানুষ থাকে ?

----থাকে বৈকি। অনেক মানুষ থাকে।

----কী বলছ ? ভার্মাসাহেব রতিকান্তর প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি, ----আমি তোকতবার এসেছি এদিকটায়, একটা গ্রামওতো নজরে পড়েনি। খালি তো জঙ্গল। গ্রাম কই ? মানুষকই ?

রতিকান্তর সারা মুখে আলোআঁধারিছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মণিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চেরাগলায়বলে ওঠে, মানুষ কী করে দেখবেন, হুজুর ? সুন্দরবনেতো কেউ মানুষ দেখতে আসে না। মানুষ দেখতে চায়ও না
।

----তবে ? ভার্মাসাহেব ঢুলঢুল চোখে তাকান।

----সবাই বাঘ দেখতে আসেন, হুজুর । বাঘ।

বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তরচোখ। ক্ষণিকের তরে পশুর চোখের মতো নীলাভ হয় চোখের মণি।

এবং, ভার্মা সাহেবের মনে হয়, সুন্দরবনে এসে, বহুদিনবাদে, এই প্রথম, আচমকা বাঘ দেখে ফেলেছেন তিনি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com